بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہٗ و نصلّی علیٰ رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

# কুরআন করীম, আহাদীস-এ-নববী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীসমূহের আলোকে তবলীগ সংক্রান্ত মূল্যবান উপদেশাবলী

**সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১২ই ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার**

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা নাহল-এর ১২৬ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করেন এবং তার অনুবাদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: এর অনুবাদ হলো: "তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করো যা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা আন্ নাহল : ১২৬)]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তবলীগ করার নির্দেশ দিয়েছেন যেন লোকদের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আর যারা এ নির্দেশের যথাযথ অনুসরণ করে তাদের তবলীগ সর্বদা সুফল বয়ে আনে এবং কার্যকর প্রমাণিত হয়। কাজেই, সর্বদা এ নীতিটি নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। বর্তমানে মানুষ মনে করে, সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তবলীগ করা অনেক সহজ কাজ, কিন্তু তবলীগের কিছু শর্ত ও নিয়মকানুন রয়েছে, যেগুলো সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, নতুবা বিপরীত প্রভাবও পড়তে পারে। সুতরাং, এই বিষয়টি মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা যে তবলীগ করব, তা অবশ্যই সর্বোত্তম পন্থায় করতে হবে।

একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তবলীগ সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি (আ.) আরও বলেন, **এমন মানুষ যারা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত নয় এবং এর উন্নত পর্যায়ের গুণাবলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত আর সমসাময়িক যুগের সমালোচকদের আপত্তির**

**উত্তর দিতেও পুরোপুরি সমর্থনয়, এছাড়া যারা ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে না, তারা তবলীগ করবে– এটি আমি কোনোভাবেই যথার্থ মনে করি না।”** তিনি (আ.) আরও বলেন: আমার মোবাল্লেগদের আল্লাহ্‌তা'লার সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকতে হবে, যাতে আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করেন।

তবলীগের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে, তা হলো- ইসলামই হলো সেই একমাত্র ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন সেই একমাত্র নবী, যিনি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে এমন বার্তা নিয়ে এসেছেন যা গোটা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে সমস্ত মানুষ, সমস্ত বিশ্ব এবং সমস্ত জাতির জন্য সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছেন। এই বিষয়টি সবসময় সামনে রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.)-ও তবলীগের আদেশ প্রদান করেছেন এবং কিছু নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। তিনি (সা.) একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধিমত্তা অনুসারে কথা বলো। মযলুমের (অত্যাচারিত) বদ-দোয়া থেকে বাঁচা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবলীগকারীদের চরিত্র সবসময় উন্নত ও মহৎ হতে হবে। তাদের হুকূকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার প্রদান)-এর মান এমন হতে হবে যে তারা যেন কখনোই কোনো মযলুমের বদ-দোয়া না নেয়। তিনি (আ.) বলেছেন: এ কারণে (মযলুমের বদ-দোয়া থেকে) বেঁচে থাকতে হবে, কারণ তার (মযলুমের) এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোনো বাধা নেই।

হুযূর আনোয়ার বলেন, এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: আল্লাহ্ আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন মিথ্যা অভিযোগসমূহকে হিকমত (প্রজ্ঞা) ও মাওইযাতে হাসানাহ (উত্তম উপদেশ) দ্বারা দূর করি। এটি মনে রাখতে হবে যে, আমাদের তবলীগ যেন উত্তম চরিত্রের পরিসরের মধ্যেই থাকে। কিছু লোক বলে থাকেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও নাকি কঠোরতা দেখিয়েছেন। প্রথম কথা হলো- তিনি (আ.) কখনোই কঠোরতা দেখাননি। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে জামা'তকে কঠোর ভাষা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এবং তিনি এটাই বলেছেন যে, কিছু স্থানে আমি হয়তো কিছু বাধ্যতামূলক কারণে সেই শব্দগুলো ব্যবহার করেছি, আর সেই কঠোরতা ছিল তাদের ইতিহাস (পূর্বের আক্রমণাত্মক ব্যবহার) প্রসঙ্গে কথা বলা। কিন্তু আমি তাদের মতো গালিগালাজ বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিনি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-ও তাঁর 'তাফসীরে কবীর'-এ **উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি**-এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বড় আফসোস করে বলেছিলেন যে: যদি এই কৌশলকে মুসলমানরা বুঝতো, তবে তারা ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মকে গ্রাস করে ফেলতো। আমাদের অস্ত্র হলো পবিত্র কুরআন করীমই, যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন: এই কুরআনের তলোয়ার নিয়ে তুমি পৃথিবীর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আজ পৃথিবীর সবকিছু মুসলমানদের হাতে আছে, কিন্তু যদি কিছু না থেকে থাকে, তবে তা হলো সেই তলোয়ারটি, যা নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ জামা'ত আহ্‌মদীয়ার দায়িত্ব হলো, ইসলামের এই বার্তা বিশ্বকে জানানো যে, ধর্মে কেবল শুষ্ক যুক্তি নেই, বরং উপদেশের বিভিন্ন দিক রয়েছে, যা অনুসরণ করা উচিত। এরপর তিনি আরও বলেন: অনুভূতি জাগিয়ে তোলার মতো কথাগুলোও বলবে এবং হিকমতের সাথে সুন্দর উপদেশকেও যুক্ত রাখবে।

এরপর আল্লাহ্‌তা'লা বলেন: তোমরা উত্তমরূপে তবলীগ করতে থাকো, কিন্তু যদি মানুষ তা গ্রহণ না করে, তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে হতাশ হয়ে যেয়ো না যে তোমাদের তবলীগ করাই আসে না। কারণ, এমন হতে পারে যে তোমাদের তবলীগের মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু যার কাছে তবলীগ করা হচ্ছে, তার হৃদয়ে গুনাহের এমন মরিচা জমে আছে যে আল্লাহ্‌তা'লা তার জন্য হেদায়াতের জানালা খুলছেন না। মোটকথা, তবলীগে মশগুল থাকা উচিত (অর্থাৎ, অবিরাম প্রচার চালিয়ে যাওয়া উচিত)। এটাই হলো মূল বিষয়। আমাদের কাজ হলো তবলীগ করে যাওয়া। ফলাফল বের করা এবং প্রভাব সৃষ্টি করা হলো আল্লাহ্‌তা'লার কাজ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: তোমরা আমার কথা মন দিয়ে শোনো এবং ভালোভাবে মনে রেখো যে, যদি মানুষের কথা আন্তরিক হৃদয় থেকে না আসে এবং তার মধ্যে আমলের শক্তি না থাকে, তবে তা প্রভাব বিস্তারকারী হয় না। তিনি (আ.) অন্য এক স্থানে বলেন যে: মুমিন ব্যক্তির দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। তখনই কেবল তবলীগে বরকত (কল্যাণ) আসবে। এরপর তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন: একই কথা, যদি এক ভঙ্গিমায় বলা হয়, তবে তা একজনকে শত্রু বানিয়ে দিতে পারে; আর যদি অন্য ভঙ্গিমায় প্রকাশ করা হয়, তবে সে বন্ধু হয়ে যায়। অতএব, তোমরা **ওয়া জাদিল্‌হুম বিল্লাতি হিয়া আহসান**-এর নীতি অনুযায়ী তোমাদের নৈতিকতা বজায় রাখো। কথা বলার এই ধরণকেই আল্লাহ্‌তা'লা 'হিকমত' (প্রজ্ঞা) নাম দিয়েছেন।

তিনি (আ.) আরও উপদেশ দেন যে- কথা বলার সময় ভেবে-চিন্তে সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর কথা বলা উচিত। কখনো কখনো একটি ছোট ও গভীর বাক্য সরাসরি হৃদয়ে প্রবেশ করে যায়। পরে সুযোগ এলে আবার আলোচনা করা যেতে পারে। মোটকথা- ধীরে ধীরে, অবিরাম ও ক্লান্তিহীনভাবে সত্যের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। আজকের যুগে মানুষ দুনিয়ার চিন্তায় ডুবে আছে এবং তাদের বোঝানো কঠিন। কিন্তু যদি আমাদের জীবনে বাস্তব ও কার্যকর আদর্শ থাকে, তবে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তিনি (আ.) বলেন- প্রত্যেক তালার একটি চাবি থাকে; তেমনি প্রতিটি কথার জন্যও একটি উপযুক্ত পদ্ধতি রয়েছে। সবার সঙ্গে একইভাবে কথা বলা ঠিক নয়। বক্তার উচিত- কেউ কটু কথা বললেও তাতে মনক্ষুণ্ন না হয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া এবং ক্লান্ত না হওয়া ।

হযরত্ মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, ঠিক যেমন নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত ইসলামের এমন নির্দেশাবলী, যার উপর আমল করা সর্বকালে জরুরি; ঠিক তেমনি জিহাদও সেই আমলগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যার উপর আমল করা সর্বকালেই জরুরি। তিনি বলেছেন: এখন তোমাদের জিহাদ হলো কলমের মাধ্যমে জিহাদ। সুতরাং, এইভাবে কলম দ্বারা জিহাদ করা এবং বিশ্বকে জানানো উচিত যে, এক দিকে তারা স্বীকার করে যে মসীহ্ ও মাহ্‌দী আসবেন, আবার অন্য দিকে তারা অস্বীকারও করে। তিনি (আ.) আরও বলেন: আমরা যদি তাদের এই বিতর্কগুলোকে ভ্রান্ত অর্থ এবং অযথা ঝগড়ায় নিয়ে বসে থাকি, তবে তাতে কোনো লাভ হবে না। তাদের বলা উচিত যে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে বিশ্বের উপর বিজয়ী করা। কারণ, মহানবী (সা.) সমস্ত বিশ্বের জন্য নবী ও রসূল হিসেবে আগমন করেছেন। আজ আমাদের সংখ্যা তো বিশ্বের মোট জনসংখ্যার চতুর্থাংশেরও কম। যতক্ষণ না আমরা বিশ্বকে ইসলামের পতাকার নিচে নিয়ে আসতে পারছি, ততক্ষণ আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, আমরা অনেক কাজ করে ফেলেছি? আজ এটা আমাদেরই কাজ যে, আমরা এই ধরনের (কলমের) জিহাদ করি এবং তবেই আমাদের জিহাদ সফল হবে।

হুযূর আনোয়ার বলেছেন: আমি মুরব্বীয়ানদের উদ্দেশ্যে বলছি- তাদের উপর একটি অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত। তাদের শুধু জামা'তের আধ্যাত্মিক তরবিয়ত করলেই হবে না, বরং এই তরবিয়তের পাশাপাশি জামা'তের সদস্যদেরকে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ করতে হবে। যেখানে তারা এটি করবে, সেখানে তাদের জ্ঞানও বাড়াবে এবং এই জিহাদের (কলমের জিহাদ) জন্য তাদের প্রস্তুতও করবে। যখন তারা এগুলো করবে, তখনই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণকারী হবে।

সবশেষে, হুযূর আনোয়ার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর মুরব্বীয়ানদের উদ্দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত উপদেশাবলী থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ পেশ করেছেন: মুরব্বীয়ানদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক: আত্মশুদ্ধি, তাহাজ্জুদ নামায কায়েম করা, কুরআন করীমের গভীর অধ্যয়ন, আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং অধ্যয়নের অভ্যাস, আল্লাহর উপর চরম ভরসা থাকতে হবে, তোষামোদকারী হওয়া উচিত নয়, মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস সহকারে প্রতিবাদ করা এবং স্থির সংকল্পের অভ্যাস থাকা দরকার। যখন মুরব্বীয়ানরা নিজেদের জীবনে আমল করবে, তখনই নিশ্চিতভাবে এই চেতনা জামা'তের মধ্যেও তৈরি হবে। এরপর, গভীর চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস এবং আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকা উচিত। যদি এটা হয়, তবে একটি বিরাট বিপ্লব রয়েছে যা আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সেই তৌফিক দিন। এবং দাইয়ান ইলাল্লাহ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী)-দেরকেও তৌফিক দিন যে তারা সঠিক জ্ঞান অর্জন করুক, আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুক এবং এরপর ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের বাণীকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছে দেওয়ার বাহক হোক।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

*12 December* 2025

*Distributed by*

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

*Distt*.....*Pin*.....*W.B*

**To,**

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in